



সত্যের সন্ধানে

ইসাবেলা

মূলঃ মাওলানা আব্দুল হালীম শরুর লখনভী

অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কর্ডোভার উদ্যান হতে বের হয়ে ইসাবেলার সর্বপ্রথম চিন্তা এই হল যে, মুসলমানদের সাথে মোকাবিলার জন্য কোন খুস্তিয় ধর্মবেত্তাকে প্রস্তুত করা কর্তব্য। তাই ঘরে ফেরার পূর্বে তার কলেজের অধ্যাপকের নিকট পৌঁছল এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তার নিকট ব্যক্ত করল। অধ্যাপক প্রবর স্বয়ং একজন পাদ্রী এবং যীশুর খোদায়িত্বের দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইসাবেলার অস্বীকৃতি দেখে তাকে বহুত তিরঙ্গার করলেন এবং বললেন “ইহা কি এমনই কোন প্রশ্ন যার জন্য এত অস্থির হতে হবে? ইসাবেলা ওমর লাহমীর লিখিত সে চিঠি অধ্যাপককে দেখালো। যাতে সে লিখে দিয়েছিল যে, যদি খুস্তানগণ তার প্রশ্নের মীমাংসা করে দিতে পারে তবে সে তার সাথীগণসহ খুঁট ধর্মগ্রহণ করবে।” চিঠিখানা পাঠ করে অধ্যাপক আলোচ্য ব্যাপারে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন এবং এও বুঝতে সক্ষম হলেন যে, ব্যাপারটি সাধারণ নয়। অতএব, আরও কতিপয় বিখ্যাত ধর্মবেত্তার সহায়তারও বিশেষ প্রয়োজন। অতঃপর অধ্যাপক ইসাবেলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলেন এবং বলে দিলেন, আগামীকল্য দ্বিপ্রভূর পর্যন্ত আলোচনার সময় এবং স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

ইসাবেলা বিদায় গ্রহণ করে চিন্তিত হৃদয়েই গৃহে গিয়ে পৌঁছল এবং সারারাত তার নেহায়েত অস্থিরতার মধ্যে কাটল। এই এক চিন্তাই তার মস্তিষ্কে বারংবার আঘাত করতে লাগল যে, আগামী কল্য পরিস্থিতি কোনরূপ ধারণ করবে? যদি আমাদের ধর্মবেত্তাগণ মুসলমানদের অভিযোগের মীমাংসা করে দিতে অক্ষম হন তবে সমগ্র স্পেনের খুস্তানদের নাক চির তরে কর্তৃত হবে। কোন প্রকারে রাত্রি অতিবাহিত হল। ইসাবেলা তার প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপনান্তে বাইবেল হস্তে গবেষণায় নিবিষ্ট হল। দিবা, দ্বিপ্রভূর অতিবাহিত হওয়ার পর সে তার দুইজন সহচরীসহ অধ্যাপক মহোদয়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করল। পৌঁছার পর তারা দেখতে পেল শহরের বড় বড় পাদ্রী তথায় জমায়েত হয়েছেন এবং সকলেই যেন অপর কারো জন্য অপেক্ষমান।

ইতিমধ্যে একজন বিশিষ্ট পাদ্রী শুভাগমন করলেন এবং সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করার মহান দায়িত্ব তার উপরই ন্যস্ত হল। অতঃপর ইসাবেলার অধ্যাপক মহোদয় দণ্ডায়মান হয়ে যীশুর গুণকীর্তন সমাপনান্তে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এক বক্তৃতা প্রদান করলেন। বক্তৃতায় তিনি পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এবং সকল বিধৰ্মী মুসলমানকে খুস্তান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টায় অসীম সাহসের সাথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উপস্থিতি ধর্মবেত্তাগণকে আশ্রান জানালেন।

জনৈক পাত্রীঃ আমি তো ধারণা করেছিলাম, কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের জন্যই আমাদের আস্থান করা হয়েছে, কিন্তু এখানে পৌঁছে বুঝতে পারলাম অতি সাধারণ ব্যাপার । এ বিখ্মীদের এখনই এই স্থানেই ডাকিয়া আনা হোক আমাদের মধ্য হতে যে কেহ তাদের অভিযোগের সীমাংসা করে দেবে । ”

দ্বিতীয় পাত্রীঃ ব্যাপারটিতো মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে । কেননা, মুসলমানদের সাথে বিতর্ক আমাদের অহরহই হয়ে থাকে; কিন্তু, যেহেতু ব্যাপক প্রচারিত হয়েছে যে, মুসলমানদের কোন অভিযোগের উত্তর খৃষ্টানদের নিকট নেই । কাজেই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । বেশ, আলোচনার জন্য একটি সময় এবং স্থান নির্ধারণ করতঃ মুসলমানদের জানিয়ে দেয়া হোক ।

জনৈক খৃষ্টানঃ আগামীকল্য রবিবার! বড় গীর্জায় এলাকার সমস্ত খৃষ্টান সমবেত হবে । কাজেই মুসলমানদের একটু সকালে সকালে গীর্জায়ই ডেকে আনা হোক । হয়ত খোদাওন্দ যীশু তাদের সুপথ প্রদর্শন করবেন ।

জনৈক পাত্রীঃ আপনার প্রস্তাবটি নেহায়েত যুক্তিপূর্ণ । ইসাবেলার পিতা স্বয়ং বড় গীর্জার প্রধান যাজক; কাজেই তার সাথে যোগাযোগ করা এবং আলোচ্য ব্যাপারে তাঁর সম্মতি লাভ করাও আমাদের জন্য সহজতর হবে । কেননা তিনিই হবেন আমাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যম ।

দ্বিতীয় পাত্রীঃ ইসাবেলার পিতা সমগ্র স্পেনের প্রধান পাত্রী । আর সকলেই জানে যে, আজ খ্স্টখর্মের সুস্থ তত্ত্ব ও গুপ্ত ভেদ সম্বন্ধে তার চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ আর কেহই নেই । অতএব এ ব্যাপারে তার সহায়তা অত্যন্ত জরুরী ।

মীখাইল (ইসাবেলার অধ্যাপক)ঃ তাতে কোনই সন্দেহ নেই । মোটকথা সমবেত সকলেই প্রস্তাবটি সমর্থন করল এবং মোকাবেলার জন্য দিন ধার্য হল রবিবার । ইসাবেলার কথায় অধ্যাপক মীখাইল ওমর লাহমীর নামে একখানা চিঠিও লিখে দিল, যাতে সে নির্বিশ্বে গীর্জায় প্রবেশ করতে পারে । সূর্য অস্তমিত হওয়ার প্রায় দুই ঘন্টাকাল বাকী আছে । ইসাবেলা উদ্যানে যাওয়ার পূর্বে তার জরুরী কর্মগুলি সমাধা করে নিল । ইতোমধ্যে তার দুইজন সহচরীও এসে পৌঁছল সে তাদের, সঙ্গে নিয়ে সানন্দে উদ্যানের দিকে যাত্রা করল ! উদ্যানে পৌঁছে দেখতে পেল ওমর লাহমী! ও মাআ'য তাদের আরো কতিপয় সঙ্গী সহ তথায় মৌজুদ । ইসাবেলা স্বহস্তে অধ্যাপক মীখাইলের লিখিত চিঠিখানি ওমর লাহমীকে প্রদান করল । তা' উন্মুক্ত করতঃ তারা সকলেই পাঠ করল ।

মাআ'যঃ (ইসাবেলাকে লক্ষ্য করে) আপনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ । আপনার এই প্রচেষ্টার ফলে যদি আমাদের উভয় পক্ষের কারো হৃদয় সত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত হয় তবে এর প্রতিদান আলাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম আপনাকেই প্রদান করবেন ।

ওমর লাহমীঃ (সাথীদের লক্ষ্য করে) এই ভদ্রমহিলা খৃষ্টিয় ফিল ছফা এবং যীশুর খোদায়িত্বের দর্শনে অভিজ্ঞ । দেখুন, এর আন্তরিক প্রেরণা কত মহৎ । আমাদের কুফরীর অন্ধকার হতে উদ্ধার করার জন্য কত চেষ্টা করছেন ।

ইসাবেলাঃ আমি আমার খোদা ও যীশুর এক নগণ্য সেবিকা মাত্র। আপনারা আমাদের আহ্বানে যে সাড়া প্রদান করেছেন সেজন্য আপনাদের জানাই ধন্যবাদ!

জনৈকঃ মুসলিমঃ আস্তাগফিরুল্লাহ্! দেখুন, খৃষ্টানগণ কত বড় মুশরেক, যীশুকে বলে খোদা! নিশ্চয়ই এদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে; নতুবা জন্ম মৃত্যুর অধীন এক জন মানুষকে.....।

ওমর লাহমীঃ আপনি তো এইখানেই বিতর্ক আরম্ভ করে দিলেন, ইহার মীমাংসা তো আগামী কল্য বড় গীর্জার অভ্যন্তরে ঘটিবে। (ইসাবেলাকে লক্ষ্য করে) আপনি আমাদের পক্ষ হতে পাদ্রী সাহেবগণকে এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করে দিবেন যে,

আমরা প্রাতেঃ নাশতা ইত্যাদি সমাধান করে বড় গীর্জায় হাজির হব। অতঃএব ইসাবেলা অন্যান্য দিনের নয় উদ্যানে বসে আলাপে মশগুল না হয়ে আপন সহচরিগণসহ উদ্যান হতে বাহির হয়ে গৃহাভীমুখে যাত্রা করল। কেননা তাকে গৃহে ফিরে পরদিনের সভার এন্তেয়াম ও জরুরী পরামর্শ করতে হবে।

প্রথম অধিবেশন

ইসাবেলা ঘরে পৌঁছে নিজ কাজে ব্যস্ত হল। অপরদিকে ওমর লাহমী এবং মাআ'যও গৃহে পৌঁছে কোরআন হাকীম এবং বাইবেল নিয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। যে সকল জরুরী পয়েন্টে আলোচনা করতে হবে তা সংক্ষেপে নেট করে নেন। আজ রবিবার। প্রাতেঃই জানা গেল, অদ্যকার এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের খবর কর্ডোভা নগরীর আবাল-বৃক্ষ বনিতা কারোই কর্ণে পৌঁছতে বাকি নেই। সকলে দলে দলে গীর্জায় যাত্রা করল। কতিপয় বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিত অন্য কোন মুসলমানকে গীর্জায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। ফলে অগণিত মুসলমান গীর্জার বহিরাঙ্গণ হতেই নিরাশ হৃদয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ওমর লাহমী, মা'আয এবং কর্ডোভার কতিপয় উলামায়ে ইসলাম গীর্জার দ্বারে পৌঁছালেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়ার পর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তারা দেখলেন, কর্ডোভার বিখ্যাত পাদ্রীগণ, মুসলমানেরা যাতে খৃষ্টধর্মের ছায়ায় স্থানলাভ করতে পারে তদুদ্দেশ্যে সেজদার অবস্থায় নিপতিত, প্রার্থনায় রত আছেন। কিছুক্ষণ পর আলোচনা শুরু হল। ইসাবেলা এবং তার সহচরিগণ সকলেই সভায় উপস্থিত।

মীখাইলঃ জানতে পারলাম, খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে আপনাদের অন্তরে কিছু সন্দেহের উৎপত্তি হয়েছে, তার নিরসনকল্পে আপনারা এখানে শুভাগমন করেছেন। আর এ ওয়াদা করেছেন যে, সঠিক উত্তর পেলে আপনারা ইসলাম পরিত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করবেন।

ওমর লাহমীঃ খৃষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাদের ধর্মের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ সন্দেহ নেই, বরং আমাদের ইয়াকীন এবং দৃঢ় বিশ্বাস, আপনাদের ধর্মটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যদি আপনারা নিজ ধর্মবিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রদর্শন এবং সন্তোষজনক উত্তর প্রদানে সক্ষম হন, তবে নিশ্চয়ই আমরা সকলে নিঃসন্দেহে আপনাদের ধর্ম গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছি।

অতঃপর অধ্যাপক মীখাইল পাদ্রীগণের মধ্য হতে জনৈক প্রবীণ ব্যক্তিকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে ইঙ্গিত করলেন। তিনি কালবিলস্ব না করে ওমর লাহমীর সম্মুখে এসে উপবেশন করলেন। এই প্রবীণ পাদ্রীসাহেবের নাম পিটার্স। আরবী ভাষা এবং ইসলামী ধর্মগ্রন্থে বিশেষ পারদর্শিতা বলে তার অসম্ভব রকম খ্যাতি রয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে কতিপয় পুস্তক প্রণয়ন করে। তিনি খৃষ্টান জগতে বিশেষ গৌরবের আসন দখল

করে আছেন। মোটকথা সমগ্র মুসলমানদের সাথে তর্ক্যুকে মোকাবেলা করার জন্য তিনিই সুযোগ্য ব্যক্তি। তিনি ওমর লাহমীর সাথে বিশেষ গান্ধীর্য সহকারে ও মুরুরীয়ানা ভঙ্গিতে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেনঃ আমি শুনতে পেলাম, খোদাওন্দ প্রেরিত পল শরীয়তকে অভিশাপ বলে ব্যক্ত করেছেন, যে সম্বন্ধে আপনার এক বিরাট অভিযোগ। যাহোক, টা তো একটা আনুসঙ্গিক প্রশ্ন; বুনিয়াদী বা মৌলিক বিষয়ের ওপর আলোচনা হওয়া কর্তব্য।

আপনারা মুসলমান এবং কুরআনের ওপর বিশ্বাসী; কাজেই খোদাও যীশু এবং খুষ্ট ধর্মের ফয়সালা আপনাদের কুরআন দ্বারা হওয়াই সমীচীন।

ওমরঃ আমি তো আমার চিঠির মাধ্যমে পূর্বেই আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছি, আপনি আপনার বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেও তা স্বীকার করেছেন। অথচ আপনি এখন অন্য বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করতে উন্মুখ। আমি লিখে দিয়েছি, শরীয়ত এবং অভিশাপ সম্বন্ধে আলোচনা হবে, এখন তাতে আপনার আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে?

পিটার্সঃ 'আমরা আপনার আসল প্রশ্নের জবাব দিতে ও প্রস্তুত, তবে প্রথমে মৌলিক বিষয়ের সমাধান হোক এবং তাও আপনাদের কুরআন দ্বারাই করা হবে। খোদাওন্দ যীশুকে আপনাদের কুরআনে কি রহস্যাহ কলিমাতুল্লাহ বলা হয় নি? তার সম্বন্ধে কি কুরআনে লেখা হয় নি যে, তিনি মৃতকে জিন্দা করতেন? অতএব যদি আপনাদের ঈমান কুরআনের উপর থাকে, তবে যীশুর ইবনুল্লাহ' (খোদার পুত্র) হওয়ায় আপনাদের সন্দেহ কেন?

ওমর লাহমীঃ আপনি তো একটি স্বতন্ত্র বিতর্ক শুরু করে দিলেন, যার সাথে আজকের আলোচনার দূর-দূরান্তের সম্পর্কও নেই। আমাদেরকে তো শুধু শরীয়ত এবং অভিশাপের সম্পর্কটি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই এখানে আহ্বান করা হয়েছে। যদি আপনার উক্ত বিষয়ে কিছু বলবার থাকে, তবে বলুন; নতুবা আমাদের বিদায় দিন।

পিটার্সঃ আমি আপনাদেরই কুরআন আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি এবং চাচ্ছ যে, প্রথমে মৌলিক বিষয়ের সমাধান হয়ে যাক, কিন্তু আপনি মূল থেকে সরে গিয়ে শাখা প্রশাখায় বিচরণ করতে চাচ্ছেন। এর দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এর কোন জবাব আপনার নিকট নেই।

ওমরঃ বেশ কথা! আপনি মৌলিক বিষয়ের আলোচনা করতে চান, অথচ আপন ধর্ম গ্রন্থাদি হতে দূরে থেকে এবং কুরআনের আশ্রয় গ্রহণ করে? যদি মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করতে হয়, তবে আসুন সর্বপ্রথম এই আলোচনা হোক যে, হ্যরত আদম (আঃ) গোনাহ করেছিলেন কি না। যদি তিনি গোনাহ করে ছিলেন বলে সাব্যস্ত হয়, তবে এই কথার উপর আলোচনা হবে যে, এই গোনাহ বংশানুক্রমে মানব জাতির মধ্যে সংক্রমিত হয়ে আসছে কিনা! অর্থাৎ আদমের গোনাহের দরুণ সমস্ত মানুষ স্বভাবতঃ ও জন্মগত ভাবেই গোনাহগার হয়ে পড়েছে কিনা? যদি তরুণ সমস্ত মানুষ গোনাহগার হয়ে থাকে বলে প্রমাণিত হয়, তবে আলোচনা হবে যে, গোনাহ কি ভাবে বিদূরিত হতে পারে? অতঃপর যীশুর বেগোনাহ বা নিষ্পাপ হওয়া সম্বন্ধে বাইবেল অনুযায়ী আলোচনা হবে। এরপর আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে যে, যীশু ক্রুশবিন্দু হয়েছেন এবং সমস্ত বেগোনাহ মানুষের পরিবর্তে তিনি দিন পর্যন্ত জাহানামে অবস্থান করেছেন। কোরআন আপনাদের সম্বন্ধে কি বলে সে আলোচনা নিষ্পত্তিযোজন, আপনাদের দাবী বাইবেল দ্বারাই প্রমাণিত হওয়া বিধেয়।

পিটার্সঃ আপনার সমস্ত কথাই বেকার। আমরা তো কোরআন দ্বারাই প্রমাণ করবো যে, যীশু রহস্যাহ এবং কলেমাতুল্লাহ ছিলেন, তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, অতএব খৃষ্ট ধর্ম সত্য।

ওমরঃ বেশ, আমি এ ব্যাপারে (ইসাবেলার দিকে ইঙ্গিত করে) আপনাকে বিচারক মনোনীত করলাম। এখন আপনাকেই ফয়সালা করতে হবে যে, আমি আপনার চিঠির জবাবে কি লিখেছিলাম এবং আপনারা কেন আমাদেরকে এখানে আহবান করেছেন?

ইসাবেলাঃ আসল আলোচ্য বিষয় তো এটাই যে, শরীয়ত অভিশাপ কিনা। যদি অভিশাপ হয়, তবে এর অনুসরণ করে খৃষ্টানগণ কেন অভিশপ্ত হচ্ছে? কিন্তু শ্রদ্ধেয় পিটার্সের কথাও অমূলক নয়। তবে এতে আমার ফয়সালা হলো প্রথমে আপনার অভিযোগেরই জবাব দেয়া হোক,

অতঃপর শ্রদ্ধেয়- পিটার্স কুরআন হতে যে প্রশ্ন করবেন তার জবাব দিবেন।

ওমরঃ আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও আপনাকে অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে আলোচনার স্বাধীনতা দেয়া আমার খুশীর উপর নির্ভরশীল। যা হোক, আমি আপনার নিকট ওয়াদা করছি, যদি আপনি আমার প্রশ্নের সমাধান দিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে স্বাধীন মত প্রশ্ন করবার অনুমতি দেব। কিন্তু আমার দেয়া প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী আমরা যখন খৃষ্টান হয়ে যাব, তখন আর অতিরিক্ত প্রশ্নের কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

পিটার্সঃ আচ্ছা, জনাব! আপনার প্রশ্নটি একটু খুলে বর্ণনা করুণ যেন তার উদ্দেশ্য সবিস্তারে প্রকাশ হয়।

ওমরঃ আপনি আমার এক একটি কথার জবাব ক্রমান্বয়ে দিতে থাকুন; তা হলে আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য সবিস্তারে প্রকাশ পাবে। বলুন, ওল্ড টেষ্টামেন্টে উল্লেখিত “তুমি ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, নরহত্যা করো না, প্রতিবেশীকে দুঃখ দিও না” ইত্যাদি আদেশসমূহ শরীয়ত সম্পর্কিত কিনা?

পিটার্সঃ অবশ্যই এগুলি শরীয়ত সম্পর্কিত আদেশ।

ওমরঃ আর শরীয়ত সম্পর্কে পলের ফতোয়া কি?

পিটার্সঃ 'ফতোয়া' কি তা বুঝতে পারলাম না।

ওমরঃ আপনি আমার কথা খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন, অবশ্য জবাব প্রদানে দ্বিধায়পতিত হয়েছেন। পল শরীয়তকে অভিশাপ বলেছেন কিনা, একথার জবাব দিন!

পিটার্সঃ পল শরীয়তকে এই অর্থে অভিশাপ বলেছেন যে, শরীয়তের মগজ বা সার বিষয় স্বয়ং যীশুর রূপ ধারণ করে আগমন করেছে। এমতাবস্থায় মগজ পরিত্যাগ করে ছিলকা কামড়াতে থাকা মৃত্যু নয় কি?

ওমরঃ আমিও এটাই বলতে চাই যে, পল শরীয়তকে দেহ এবং যীশুকে আত্মা আখ্যায়িত করে শরীয়তকে অভিশাপ বলেছেন। আর যেহেতু আপনারই স্বীকৃত মতে ওল্ড টেষ্টামেন্টের ঐ আদেশগুলি শরীয়ত সম্পর্কিত;

অতএব হত্যা, চুরি, ব্যাভিচার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও অভিশাপ ।

পিটার্সঃ আসল কথা হলো, পিবিত্র আত্মার শুভদৃষ্টির সহায়তা ব্যতীত এই সব সুক্ষ তত্ত্ব বোধগম্য হওয়া আপনার জন্য অসম্ভব । আর কোন বিষয় কারো বোধগম্য না হলেই তা ভুল বলে প্রমাণিত হয় না । খোদাওন্দ প্রেরিত পল শুধু বাহ্যিক শরীয়তকে অভিশাপ বলেছেন, সর্বপ্রকার শরীয়তকে নয় ।

ওমরঃ যথার্থ বলেছেন! পল দৈহিক শরীয়তকে অভিশাপ বলেছেন এতে কোনই সন্দেহ নেই । এখন আপনি বলুন, ব্যভিচার, চুরি, পিতামাতার অবাধ্যাচরণ ইত্যাদি হতে বিরত থাকা কি দৈহিক বা বাহ্যিক শরীয়তের বিষয় নয়?

পিটার্সঃ আপনি ত্রি এক কথার ওপরই দাঁড়িয়ে আছেন । জেনে রাখুন, পলের মুকাবিলায় যীশুর বাকাই অগ্রগণ্য । আর যীশু বলেছেন, “তোমরা শরীয়তের ব্যবস্থানুযায়ী কার্য কর ।” (মথিলিখিত বাইবেল দ্রষ্টব্য) ।

ওমরঃ আপনার কথায় প্রমাণিত হল যে, মানুষের মুক্তির জন্য শরীয়ত ব্যবস্থা পালন অত্যাবশ্যকীয় । যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আপনারা আপনাদের খোদা ওন্দের পুত্রকে ক্রুশে হত্যা করে পাপের প্রায়শিত্তের কাহিনী কেন রচনা করেছেন? শরীয়তের ব্যবস্থানুযায়ী চলাই যদি আবশ্যকীয় হয় তবে এই অনর্থক প্রায়শিত্তের ঝামেলা খাড়া করার কি প্রয়োজন? যীশুও আত্মহত্যা করে বা নিহত হয়ে প্রায়শিত্ত করে যাওয়ার পরেও কি শরীয়ত ব্যবস্থার নির্দেশ মোতাবেক চলার প্রয়োজন বাকী রয়ে গেল?

পিটার্সঃ আমাদের খোদাও তার ব্যবস্থার নির্দেশ মোতাবেক চলার, আদেশ আমাদের দিয়েছেন বলেই আমরা তদ্রূপ চলি । এ ব্যতীত আমরা আর কিছুই জানি না । অবশ্য প্রায়শিত্ত ব্যতীত শুধু শরীয়তের অনুসরণ দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে না ।

ওমরঃ তবেতে মুসা, দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, নুহ এবং অন্যান্য আবিয়া (আঃ) ও তাদের উম্মতগণ মুক্তি পাবেন না বলে প্রতীয়মান হয় । কেননা তাদের নিকট শরীয়ত ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না ।

পিটার্সঃ খোদাওন্দ যীশুর পূর্বে মুক্তির ব্যবস্থা শরীয়তই ছিল, কিন্তু তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দ্বারা উক্ত নিয়ম পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এবং এই প্রায়শিত্তেই সাব্যস্ত হয়েছে মুক্তির উপায় ।

ওমরঃ আপনি সর্বপ্রথম পলের বাক্যানুযায়ী শরীয়তকে অভিশাপ বলে স্বীকার করেছেন । অতঃপর অভিশাপ হওয়া অস্বীকার করেছেন, কিন্তু এই শরীয়তই যে একমাত্র মুক্তির ব্যবস্থা এখন -একথা স্বীকার করতে আপনি সম্মত নন । আপনি কি আপনার পূর্ববর্তী কোন মহৎজনের বাক্যকে আপনার দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করতে পারেন?

একব্যক্তিঃ মহোদয়গণ! আসল কথা হলো এই সব বিষয়ের আলোচনা সম্পূর্ণ ধ্মহীনতা । এর সম্পূর্ণই গুপ্তভেদ সম্পর্কিত ব্যাপার । খোদাওন্দ প্রেরিত পল শরীয়তকে নিঃসন্দেহে অভিশাপ বলেছেন এবং বাস্তবেও তা অভিশাপ, কিন্তু আপনারা এইসব গুপ্ত ভেদ বুঝবার যোগ্যতা রাখেন না । আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়

ঘীশুর খোদায়িত্ব এবং তার প্রায়শিত্ত । কেননা তিনি গোনাহ থেকে মুক্ত এবং পবিত্র দেহ বিশিষ্ট খোদা ছিলেন

।

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ নিজেরা আপোসে ঝগড়া বাধাইও না ! তোমরা তো শ্রদ্ধেয় পিটার্সের কথার প্রতিবাদ শুরু করে দিয়েছ ।

ওমরঃ গলদ এবং ভিত্তিহীন কথার পরিণতি এইরূপই হয়ে থাকে । এখন আপনাদেরই আর এক ব্যক্তি ঘীশুর প্রায়শিত্ত এবং খোদায়িত্বের বিতর্ক শুরু করে দিয়েছেন । প্রথমে শরীয়ত এবং অভিশাপের ব্যাপার শেষ হতে দিন ।

পিটার্সঃ আপনাকে সঠিক জবাব দেয়া হয়ে গিয়েছে । এখন এক সপ্তাহের সময় দেয়া যাচ্ছে যদি এই সময়ের মধ্যে আপনার অন্তরের খটকা বিদূরীত না হয়, তবে পুনরায় আসতে পারেন ।

ওমরঃ আপনি শরীয়তকে অভিশাপ মনে করেন না । আর আপনারই অপর ভাই বলছেন, শরীয়ত অবশ্যই অভিশাপ এবং পল যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য । এখন বলুন, আপনাদের উভয়ের মধ্যে কার কথা সত্য?

পিটার্সঃ যারা খৃষ্টধর্মের গুপ্ত ভেদ সম্বন্ধে একুপ বলে তারা অজ্ঞ । অতএব আপনি তাদের কথার প্রতি মোটেই লক্ষ্য করবেন না ।

ওমরঃ (ইসাবেলাকে উদ্দেশ্য করে) আপনি বলুন, এই উভয়ের মধ্যে কে সত্য? আর শরীয়তকে অভিশাপ লেখার ব্যাপারে বাস্তবেই কি পল ভুল করেছেন?

ইসাবেলাঃ আমি তো আপনাদের আলোচনা শ্রবণ করবার উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি মাত্র । কাজেই কোন পক্ষের ব্যাপারেই দখল দিতে আমি অক্ষম । অবশ্য আমি আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহোদয় সমীক্ষে আবেদন করছি যে, তিনি তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে অত্র সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করুন । কেননা আমাদের সম্মানিত অতিথির কথা আর কি বলব? আমি নিজেই এখনও এ সম্বন্ধে বুঝতে সক্ষম হই নি ।
